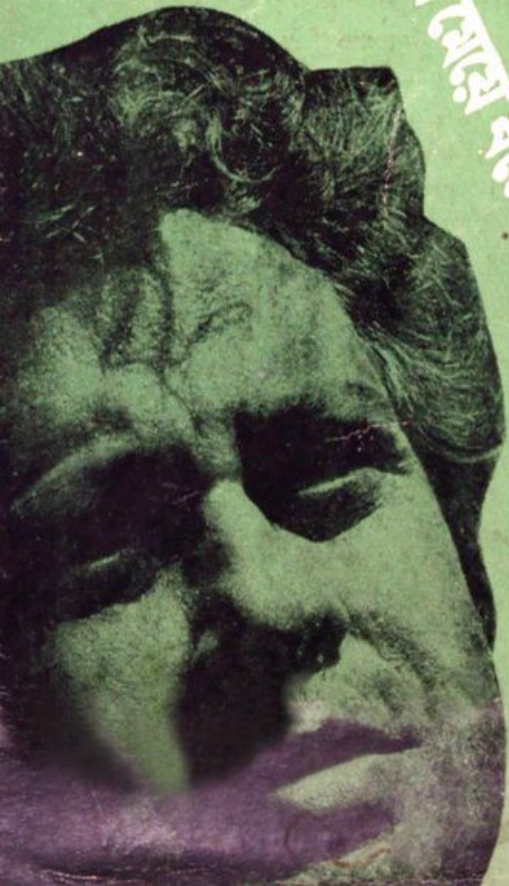

কৈলাশ শেঠি প্রযোজিত
নয়ন
আমি বোবা মেয়ে বলে বোঝাতে পারিনা
কাহিনী চিত্রনাট্য পরিচালনা
সুখেন দাস
সঙ্গীত পরিচালনা
অজয় দাস
S.S. ENTERPRIST
11-2-77

কাহিনী

এস, বি, আয়রন মার্চেন্টের কর্ণধার সৌরেশ বোস প্রকৃতিতে গম্ভীর হলেও তার ভাই সৌমেন ও জিতেন এর প্রতি তার অপার ভালোবাসা ও স্নেহ। সৌরেশ সর্ব্বদাই তাঁর দুই ভাইয়ের স্ত্রী বিশাখা, উর্ম্মি ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সমস্ত অন্যায় অত্যাচার স্নেহ ও ভালোবাসার প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেবার চেষ্টা করেন। সেই সুযোগে মেজো ভাই সৌমেন ও তার স্ত্রী বিশাখা, ছোট বৌ উর্ম্মি, মিথ্যে অজুহাতে দাদার কাছ থেকে দুহাতে টাকা নিতে থাকে……।

এদিকে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সৌরেশ তাঁর একমাত্র ছেলে সব্যসাচীর ওপর ঠিক নজর রাখতে পারেন না। অবহেলিত সব্যসাচী বিদ্রোহ ঘোষণা করে……! কিছুতেই পড়ায় মন বসেনা তার। প্রতিনিয়ত সে শুধু তার মাকে খুঁজে বেড়ায়।….. কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে সৌরেশ হঠাৎ একদিন তাঁর পিসিমার অসুস্থতার খবর পেয়ে ছুটে যান গ্রামে, সেখানে ঘটনাচক্রে পিসির সই মনোরমার একমাত্র বোবা মেয়ে নয়নকে বিবাহ করে নিয়ে আসেন কলকাতায়। বোবা মেয়ে নয়নের সঙ্গে বাড়ির সকলে ঠাট্টা ও বিদ্রূপের সুরে কথা বলে। নয়ন সেদিকে কান দেয় না। পরক্ষনেই তার মন ছুটে যায় মাতৃহারা অবহেলিত সন্তান সব্যর দিকে। তাকে কাছে ডাকে নয়ন। কিন্তু সব্য কিছুতেই মেনে নিতে চায়না নয়নকে। সে তার মায়ের ছবির সাথে নয়নের মিল খুজে পায়না। ব্যথা ভরা মন নিয়ে তবুও নয়ন তার কাছে আসে। অবশেষে একদিন সব্য নয়নের কাছে ধরা দেয়। ঝাঁপিয়ে পড়ে নয়নের বুকে। 'মা' বলে ডাকে। সৌরেশ এই দৃশ্য দেখেন চোখ ভ'রে। মনে মনে সুখের প্রাসাদ গড়ে তোলেন!

অন্যদিকে ছোট বৌ উর্মিলা চক্রান্ত করে বিষিয়ে তোলে সৌরেশের মন। নয়নকে চরিত্রহীন সাব্যস্ত করে। কলঙ্কিত নয়ন স্বামীর ঘর ছেড়ে পথে এসে দাড়ায়। ক্ষোভে দুঃখে সে মৃত্যু বরণ করতে চায়। এমন সময় সব্য ছুটে এসে মায়ের আঁচল টেনে ধরে। সব্যকে মানুষ করার সংকল্প তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। তাই নয়নকে এগিয়ে যেতে হয় দুর্বার সাহস নিয়ে।

এদিকে অন্ধভালবাসা ও বিশ্বাসের বশবর্ত্তী সৌরেশ কিভাবে যে তাঁর কারখানা থেকে একটু একটু করে সমস্ত টাকা তুলে এনে তার ভাইয়েদের হাতে দিয়েছেন, বুঝতে পারেন নি। বুঝলেন, যখন সমস্ত দেনা মেটাতে অবনী কাকা তাঁকে কারখানা বিক্রি করার পরামর্শ দিলেন। দাদার এই অবস্থা দেখে তাল বুঝে সৌমেন তার স্ত্রী বিশাখাকে নিয়ে চলে যায়।

অসহায় সৌরেশ শেষ সম্বল কিছু গহনা সিন্দুক থেকে বার করে বাড়ির ভৃত্যদের হাতে তুলে দেয়। তখন ভৃত্য অনন্ত আর চুপ করে থাকতে পারে না। অশ্রুসজল চোখে উর্মিলার চক্রান্তের কথা জানায়। আরও জানায় নয়ন নির্দোষ। অতঃপর অশান্ত মন নিয়ে সৌরেশ তীর্থে বেরিয়ে পড়েন শান্তির সন্ধানে। দেখতে দেখতে দিন চলে যায়। সব্য বড় হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট'র এর আসনে বসেছে। ইতিমধ্যে সৌরেশ ঘরে ফিরে এসেছেন। বাড়ীর চেহারা বদলে গেছে। কেমন জীর্ণ হয়ে গেছে। ছেঁড়া কাপড় পরে দাঁড়িয়ে বাড়ির ছোট বৌ উর্ম্মি। তার কোলে জীর্ণ সন্তান। এ দৃশ্য দেখে তাঁর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে আসে। উর্ম্মিও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার কৃতকর্ম্মের জন্য। সৌরেশ জানতে পারেন সৌমেনের দুর্দশার কথা। জানতে পারেন জিতেনের স্মাগলিং এর দলে যোগ দেবার কথা। হঠাৎ পুলিশের তাড়া খেয়ে জিতেন ঘরে ঢোকে। জিতেনকে সরিয়ে দাদা সৌরেশ পুলিশের হাতে ধরা দেন। পুলিশ তাঁকে নিয়ে তোলে কাঠগড়ায়! কোর্টে বিচারকের আসনে সব্য। সে বাবাকে চিনতে পারে। সব্য যখন বাবার বিরুদ্ধে রায় দিতে উদ্যত, ঠিক তখন জিতেন বাধা দিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে। সৌরেশ মুক্তি পান। সব্য এগিয়ে আসে। বাবার হাত ধরে নিয়ে চলে এক অনন্য দিকে। নয়নের কাছে………

··অনিল চ্যাটার্জী, সুমিত্রা মুখার্জী, নির্মল কুমার,
রীণা ভট্টাচার্য, সুখেন দাস, রত্না ঘোষাল,
শির বটব্যাল, মলীনা দেবী, রবীন মজুমদার,
র্জী, মাষ্টার পার্থ, মহুয়া রায়চৌধুরী ও
নীত।

সঙ্গীত

এক

ছোট গিন্নী পটের বিবি
গয়নাতে গা ঢাকে।
মেজগিন্নী সিন্দুকে তার
টাকা তুলে রাখে।
বড় গিন্নী মায়ের মতো মুখটি বুজে থাকে
উর্ম্মি—যাও না বড় গিন্নীর কাছে সোহাগ
খেয়ে এসো।
রাগ করো না ………
ধা তেরে কেটে ধা তেরে কেটে
তাগিনা ধা তাগিনা ধা
মেজকর্ত্তা কিপটে বাবু আর আমি
আমি ছোটবাবু নবাব জাদা ছাই ফেলতে
ভাঙা কুলো, মাথার ওপর আছেন দাদা
উর্ম্মি — তাহলে আমরা কি ?
আমরা ঝোল টেনেনি নিজের কোলে
দেখি যে যার স্বার্থটাকে।
দাদার গুণ গাচ্ছে সবাই চব্য চষ্য লেহ্য পেয়
শাসন করা তারই সাজে
যে ঢেলে দেয় সোহাগ স্নেহ
নীতি কথা শোনে না চোর
যতই তুমি বোঝাও তাকে

দুই

ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!
পায়ে পায়ে ওড়ে ধুলি
চলে চলে বাড়ে ক্লান্তি
খুঁজে খুঁজে ফিরি
কে জানে কোথায় শান্তি

(প্রভু) তোমার পবিত্র নামে
প্রতিদিন আমায় জাগাও।
আঁধার সরিয়ে নাও
মেঘ হয়ে এসো
জুড়াতে বুক ভরা তৃষিত মরুর শ্রান্তি।
জীবন বীনার তারে করুনার সুরটি লাগাও
ক্ষমায় ভরিয়া দাও
তোমারই আলোয় প্রভু
মুছে মুছে যায় যেন
সব কিছু মোহ ভ্রান্তি।

নয়ন

অন্যান্য ভূমিকায়

বঙ্কিম ঘোষ, মেনকা দেবী, গীতা দে, সবিতাব্রত, পদ্মা দেবী, নিমু ভৌমিক, বাপ্পা, সুব্রত সেন, মাধুরী চ্যাটার্জী, আনন্দ মুখার্জী, কল্পনা মিত্র, কৃষ্ণ ব্যানার্জী, মনু মুখার্জী, সমর কুমার, মনি শ্রীমানী, প্রভাত বসু, রতন, অমিয়, বাবলু, মানস, প্রবীর, ইন্দ্রদেব, দেবু, প্রশান্ত, অমলেন্দু, উত্তম, প্রভাত, জ্ঞান, অলক, রাজিব, সুভাষ, বাণী, বাবুয়া, সমীর, সুধীর, সীতানাথ, সৌরেন, ভরত, মহাদেব, অলোক, বাবু, সুদেব, চিত্ত, জ্যোৎস্না, শিবানী, অনিতা, দিলীপ, শেখর, অক্ষয়, অজিত, দেবযানী, কবরী, শিপ্রা, শীলা, পুষ্প, সুমিতা, পরিমল, শঙ্কর, নিমাই, তাপস, প্রণব, মহুয়া, লালমোহন, ননী নন্দী, অজিত, বিকাশ, ও তরুন।

এস, এস, এণ্টারপ্রাইজের নিবেদন
কৈলাশ শেঠি প্রযোজিত

নয়ন

কাহিনী চিত্রনাট্য পরিচালনা-সুখেন দাস

সঙ্গীত পরিচালনা-অজয় দাস **:** **গীতরচনা**-গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী-হেমন্ত মুখার্জী ও শক্তি ঠাকুর **:** **প্রধান কর্ম্মসচিব**-সুখেন চক্রবর্ত্তী

ব্যবস্থাপনা-পাচুগোপাল দাস **:** **চিত্রগ্রহণ পরিকল্পনা** - বিজয় দে

চিত্র গ্রহণ - শান্তি দত্ত **:** **শব্দ পুনর্যোজনা** - জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত গ্রহণ - সত্যেন চট্টোপাধ্যায় **:** **শিল্প নির্দেশনা** - সূর্য্য চট্টোপাধ্যায়

প্রধান সম্পাদনা - রমেন ঘোষ **:** **সাজসজ্জা**-শের আলি

রূপসজ্জা - হাসান জামান **:** **কেশ বিন্যাস** - চণ্ডী সাহা

নিউ থিয়েটার্স একনম্বর ষ্টুডিওতে-নৃপেন পাল ও অনিল নন্দনের তত্ত্বাবধানে শব্দগৃহীত
অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

তত্ত্বাবধানে— অনিল মাহাত্ত, চণ্ডী শীল, চণ্ডী ব্যানার্জী, শৈলেন চ্যাটার্জী, পঞ্চানন সরকার, বাবলু বকসী।

স্থির চিত্র - ষ্টুডিও বলাকা **:** **পরিচয় লিখন** - নিতাই বসু

প্রচার অংকনে - এস, স্কোয়ার; এস, কে, পাবলিসিটি ও অরুণ চট্টোপাধ্যায়

প্রচার পরিকল্পনা - স্বপন কুমার ঘোষ

সহকারী

পরিচালনা - দুর্গা ভট্টাচার্য, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, তপন ভট্টাচার্য ও রানা চট্টোপাধ্যায়

চিত্র গ্রহণ - বিমল চৌধুরী ও গুরু **:** **সম্পাদনা** - উজ্জল নন্দী

সঙ্গীত গ্রহণ - বলরাম বারুই **:** **শব্দপুনর্যোজনা** - ভোলানাথ সরকার, পাচুগোপাল ঘোষ ও রবীন চৌধুরী **:** **সঙ্গীত পরিচালনা** - অলোক নাথ দে, উৎপল দে ও ভরত কার্কী **:** **শিল্প নির্দেশনা**-অনিল পাইন **:** **ব্যবস্থাপনা**-যতীন মুখোপাধ্যায়

শব্দ গ্রহণ - যুগারাম **:** **রূপ সজ্জা** - শম্ভু দাস, প্রমথ চন্দ্র **:** **সাজ সজ্জা**-সরজু ও ছাবু

আলোক সম্পাত - সতীশ হালদার, দুঃখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, বেনুধর বিশল, মঙ্গল সিং, গোবিন্দ হালদার, মধুসূদন, রতন সেন ও রাম সুরথ।

প্রচার— মানব ব্রহ্ম

পরিবেশনা— পারসনাথ পিকচার্স

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

...পাধ্যায়, পি, কে, মুখোপাধ্যায় (লিপটন), সুজিত বটব্যাল, মিঃ ডোগরা, পিটার ক্যাট, তপতী দাস, অর্চনা দাস, আর, শর্মা, সুরজিত চৌধুরী (বাটা), বাঘা যতীন উচ্চ ...লয় (বালক বিভাগ), ইউনিয়ন কারবাইড (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, লেডিজ ওন টেলার্স মহেন্দ্র দত্ত (ছাতা), রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং সি, আই